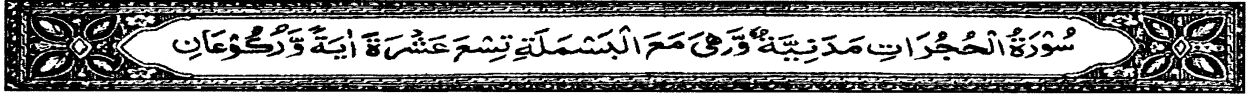


## সূরা আল্ হুজুরাত-৪৯

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি হিজরী নবম বৎসরে মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পরে পরেই দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকলো। 'ইসলাম একটি বিরাট রাজনৈতিক শক্তিরূপেও আত্মপ্রকাশ করলো। তাই সময়ের প্রয়োজন ছিল, নব-দীক্ষিত মুসলমানদেরকে ইসলামের নীতি-মালা, আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-সভ্যতায় শিক্ষিত করে তোলা। এই সূরাতে এগুলোই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক অনাচার, যা ধনী ও সম্পদশালী সমাজে অজান্তে স্থান করে নেয়, সেগুলো সম্বন্ধে সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা সারা আরব দেশ ইসলামের করতলগত হয়ে গেলে ইসলামী সমাজ রাজনৈতিকভাবেও একটি শক্তিশালী ও সম্পদশালী সমাজে পরিণত হয়েছিল। অতএব অতি স্বাভাবিক কারণেই এবং যুক্তি-যুক্তভাবেই জাতীয় আইন-কানুন, আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার বিধি-বিধান প্রভৃতির প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। তাই এই সূরাতে ঐ বিষয়গুলোর রূপরেখাও দেয়া হয়েছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলমানরা যেন তাঁকে পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করে, এই সূরার শুরুতেই সেই উপদেশ দেয়া হয়েছে। তাহাদেরকে জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মহানবী (সাঃ) কোন্ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত দিবেন তারা যেন পূর্বাঙ্কেই আঁচ করে না নেয় বরং সব সময় নিদ্বিধায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর হুকুম পালনে রত থাকে। মহানবী (সাঃ) এর স্বর থেকে যেন তাদের স্বর কখনো উচ্চ না হয়। এমনটা শুধু বেয়াদবীই নয়, এতে অশ্রদ্ধা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় এবং ইসলামী সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হয়ে যায়। অতঃপর মুসলমানদেরকে সাবধান করা হয়েছে তারা যেন গুজবে কণ্ঠপাত না করে। কেননা মিথ্যা গুজবে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করে ও কদর্য অবস্থায় নিপতিত করে। কয়েকটি চুপক কথার মাধ্যমে এই সূরাতে জাতি-সংঘ বা জাতিপুঞ্জের নীতি-মালা রচনার মূলভিত্তিও দেয়া হয়েছে। অতঃপর কতগুলো সামাজিক কদাচারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এগুলোকেই সময়মত কার্যকরভাবে নির্মূল করা না হলে জাতির জীবনী-শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং সমগ্র সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই কদাচারের কয়েকটি হলো সন্দেহ, মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ, ছিদ্রানেষণ, গুণ্ডচরবৃত্তি ও পরনিন্দা। সর্বোপরি যে দোষ মানুষের জন্য অবধারিতভাবে দীর্ঘস্থায়ী অকল্যাণ বয়ে আনে তা হলো জাতিগত ও বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব ও আত্মগরিভা। ইসলাম পুণ্যকর্ম ও ধর্মপরায়ণভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি বলে স্বীকার করে না।



## সূরা আল হুজুরাত-৪৯

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১৯ আয়াত এবং ২রুকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

★ ২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সামনে (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না<sup>২৭৮৭</sup> এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَنِيعٌ عَلِيمٌ ②

৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করো না<sup>২৭৮৮</sup>। আর তোমরা একে অন্যের সাথে উঁচু গলায় কথা বলার ন্যায় তার সামনে উঁচু গলায় কথা বলো না। এমনটি করলে তোমাদের কর্ম বিফলে যাবে এবং তোমরা (তা) জানতেও পারবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ③

★ ৪। যারা নিজেদের গলার স্বর আল্লাহর রসুলের সামনে নিচু করে রাখে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অন্তর পরীক্ষার মাধ্যমে তাকওয়াপরায়ণ করেছেন<sup>২৭৮৯</sup>। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ④

★ ৫। (তোমার) ঘর থেকে দূরে থাকতেই যারা উঁচু গলায় তোমাকে ডাকতে আরম্ভ করে, নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের বিবেকবুদ্ধি নেই<sup>২৭৯০</sup>।

إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ مَّوَارِئِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑤

দেখুন : ক. ১ঃ১।

২৭৮৭। মু'মিনদেরকে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সন্তুষ্টি প্রদর্শন করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাঁর (সাঃ) প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য দেখায় এবং বিভিন্ন বিষয়াদিতে তাঁর সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা কি হবে তা পূর্ব থেকে আঁচ করে তদনুযায়ী কাজ না করে অথবা নিজেদের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার উপরে স্থান না দেয়।

২৭৮৮। এই আয়াতে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন যেন মুসলমানদের স্বাভাবিক নীতি ও রীতিতে পরিণত হয়ে যায়। এই বিষয় তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে যাওয়া চাই যে তারা যেন মহানবী (সাঃ) এর উপস্থিতিতে উঁচু গলায় কথা না বলে, তাঁকে যেন উচ্চস্বরে আহ্বান না করে। কেননা এরূপ কাজ শুধু বেয়াদবীই হবে না, বরং নেতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন না করার কারণে নৈতিক ক্ষতি হবে।

২৭৮৯। মহানবী (সাঃ) এর উপস্থিতিতে নীচুস্বরে কথা বলা দ্বারা তাঁর প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শিত হয় এবং আলাপকারীর হৃদয়ের নম্রতা প্রকাশ পায়। অপরপক্ষে অনর্থক স্বর উচ্চ করে কথা বলার মধ্যে প্রকাশ পায় অহঙ্কার ও উদ্ধততা।

২৭৯০। মহানবী (সাঃ) এর গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে উচ্চস্বরে ডাকা যেমন অশোভনীয় তেমনি তা ব্যক্তিগত প্রাইভেসির উপরে অধিকার প্রবেশস্বরূপও। এতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পায় এবং তাঁর মহামূল্য সময়ের অপচয় ঘটে। কেবলমাত্র অভদ্র ব্যক্তিই এরূপ অশোভন আচরণ করতে পারে।

৬। তুমি নিজেই তাদের কাছে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরতো তাহলে তাদের জন্য তা উত্তম হতো। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৭। হে যারা ঈমান এনেছ! কোন দুষ্কৃতকারী তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে এলে তোমরা (এর সত্যতা) \*যাচাই করে নিও<sup>২৭৯১</sup> যেন অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতির ক্ষতি করে না বস, যার ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হয়।

৮। আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রসূল রয়েছে। সে তোমাদের অধিকাংশ কথা মেনে নিলে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়বে<sup>২৭৯২</sup>। কিন্তু আল্লাহ্ ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সাজিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের (অন্তরে) কুফরী, দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতার বিরুদ্ধে ভয়ানক ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (যাদের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য) তারাই সঠিক পথের অনুসারী।

৯। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক বড় অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১০। আর মু'মিনদের দৃঢ় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মাঝে তোমরা \*মীমাংসা করে দিও<sup>২৭৯৩</sup>। এরপর তাদের মাঝে একদল অন্যদলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করলে যে দল সীমালঙ্ঘন করে তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এরপর তারা (আল্লাহর সিদ্ধান্তের দিকে) ফিরে এলে তোমরা উভয়ের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ②

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ③

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ④

وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَنَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑤

দেখুন : ক. ৪ঃ৯৫ খ. ৮ঃ২।

২৭৯১। মক্কা-বিজয়ের পরে প্রায় সারাটা আরব দেশই 'ইসলাম' গ্রহণ করলো। কিন্তু তবুও কয়েকটি বিশেষ গোত্র নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে শুধু অস্বীকারই করলো না, বরং মুসলমানের বিরুদ্ধে মরণ-কামড় দিতে সংকল্পবদ্ধ হলো। তদুপরি রোমান-সাম্রাজ্য এবং পারস্য-সাম্রাজ্যও নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী আরব এলাকায় ইসলামের অভ্যুদয় দেখে এই নব-শক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠলো। তাদের একচ্ছত্র শক্তি ও মর্যাদার প্রতি ইসলাম হুমকি হয়ে উঠছে ভেবে মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলা ও যুদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে উঠছে বলে তারা ধারণা পোষণ করতে লাগলো। এমতাবস্থায় '(এর সত্যতা) যাচাই করে নিও' এই প্রত্যাদেশটি ছিল খুবই সময়োপযোগী ও দরকারী উপদেশ। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, যদিও যুদ্ধের জরুরী পরিস্থিতিতে শত্রুকে রুখবার জন্য তাৎক্ষণিক তৎপরতা অতি প্রয়োজনীয়, তথাপি সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যেন অনুসন্ধান ছাড়াই গুজবকে সত্য মনে করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়। কেননা স্বভাবতঃই যুদ্ধাবস্থায় নানারূপ মিথ্যা কল্প-কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। অতএব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সত্য যাচাইয়ের পরই এগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

২৭৯২। এখানে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে নবী করীম (সাঃ) কার্য সম্পাদনের জন্য তাদের পরামর্শ চাইতে পারেন। তবে এই কথা মনে করা কখনো ঠিক হবে না যে তাদের দেয়া উপদেশ ও পরামর্শগুলো গ্রহণ করা ও কার্যে রূপায়িত করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি তো আল্লাহ্ তাআলার দ্বারা পরিচালিত দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী এবং কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও তাঁরই। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও প্রশাস্ত।

২৭৯৩। ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতির প্রতি বড় হুমকি হলো আত্ম-কলহ, যা কখনো কখনো দৃঢ়তার মধ্যে কিংবা দুটি দ্বিমত-পোষণকারী গ্রুপের মধ্যে বেধে যায়। এই আয়াতে এইরূপ মত-বিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ কার্যকরীভাবে মিটাবার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে মুখ্যত মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান কল্পে ন্যায়-ভিত্তিক, উত্তম ও কার্যকর মীমাংসা-নীতি এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে, তথাপি কার্যকরী জাতিপুঞ্জ স্থাপনকল্পে ও এর স্থায়িত্ব রক্ষাকল্পে উক্ত নীতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে এই নীতি-মালা এক বিরাট রক্ষা-কবচ।

১১। মু'মিনরা তো (পরস্পর) ভাই ভাই। অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমরা তোমাদের দুভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিও<sup>১১৪</sup>। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾

★ ১২। হে যারা ঈমান এনেছ! (তোমাদের) কোন জাতি অন্য কোন জাতিকে উপহাস করবে না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরাও অন্য কোন নারীদের (উপহাস করবে) না। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা নিজেদের লোকদের অপবাদ দিও না। আর নাম বিকৃত করে তোমরা একে অন্যকে উপহাস করো না। ঈমান (আনার) পর দুর্নামের ভাগীদার হওয়া অবশ্যই মন্দ। আর যারা অনুতাপ করে না তারা দুষ্কৃতকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢﴾

★ ১৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক<sup>১১৫</sup>। (কেননা) কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর (কারো ওপর) গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গীবত (অর্থাৎ কুৎসা) করো না। তোমাদের কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا يَخِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

দেখুন : ক. ৬৮ঃ১২, ১০৪ঃ২ খ. ৫৩ঃ২৯।

২৭৯৪। এই আয়াতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদি ঘটনাচক্রে দুজন মুসলমানের মধ্যে বা মুসলমান দুটি দলের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় তবে অন্যান্য মুসলমানের প্রতি এখানে নির্দেশ দেয়া হলো যে তারা যেন কাল-বিলম্ব না করে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়। ইসলামের আসল শক্তি এই ভ্রাতৃত্বের অনাবিল আদর্শের মধ্যেই নিহিত। এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থান-কাল-পাত্র কিংবা জাতি-বর্ণ কিংবা দেশ-দেশান্তরের ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধ্বে। এটি বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

২৭৯৫। এই সূরার প্রধান বিষয়বস্তু হলো একতা, বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও ভালবাসাকে ব্যক্তি-মুসলমানের মাঝে বা দলগত-মুসলমানদের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে এমন কয়েকটি সামাজিক কদাচারের উল্লেখ করা হয়েছে, যা অমিল, বিরোধ, মতানৈক্য ও ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটায়। এগুলো মনে কালিমা সৃষ্টি করে ও মরিচা ধরিয়ে সমাজকে কলুষিত ও পাপ পঙ্কিল করে তোলে। ফলে সমাজের জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হয়। অতএব এই সব কদাচারের বিরুদ্ধে হুশিয়ার থাকতে বলা হয়েছে। এই কদাচারের মধ্যে রয়েছে অন্যের প্রতি হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ, ছিদ্রাণেষণ, বিকৃত নামে ডাকা, সন্দেহ প্রবণতা, পরনিন্দা ও পরচর্চায় রত হওয়া প্রভৃতি। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তারা স্বভাবগতভাবে ঐ পথে আগে পা বাড়ায়। এই কুকর্মের অন্তরালে যে মূল কারণ কাজ করে থাকে তাহলো আন্তরিকতা ও আত্মপ্রাণা, যা পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনৈক্য ও মতভেদের এই মূল কারণগুলো দূরীভূত করে এই সূরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে সুস্থ ও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেছে।

★ ১৪। হে মানবজাতি! আমরা নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার<sup>২৭৯৬</sup>। তোমাদের মাঝে আল্লাহর দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত<sup>২৭৯৭</sup>, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পুরোপুরি অবহিত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أَنْثَى  
وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ ⑩

১৫। মরুবাসীরা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’। তুমি বল, ‘তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা (এ কথা) বল, ‘আমরা মুসলমান হয়েছি’। কেননা ঈমান এখনো তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি<sup>২৭৯৮</sup>। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করলে তিনি তোমাদের কর্ম (ফল) থেকে কিছুই কমাবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।\*

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ  
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ  
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِفْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ  
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑪

২৭৯৬। ‘শুযুব’ হলো “শায়াব’ এর বহু বচন। ‘শায়াব’ এর অর্থ একটি বড় উপজাতি। উপজাতির উদ্ভব-স্থল বা পিতৃপুরুষকে বলা হয় ‘কবিলা’, যাতে উপজাতিটিও অন্তর্ভুক্ত। ‘শুযুব’ একটি জাতিকেও বুঝায় (লেইন)।

২৭৯৭। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিষয় বর্ণনা করার পর এই আয়াতে বিশ্বমানবের অবিচ্ছেদ্য ও সার্বিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত এই আয়াতটি বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ‘ম্যাগনা কার্টা’ বা মহাসনদ। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অথবা বংশগত গৌরবের মিথ্যা ধারণা থেকে উদ্ধৃত আভিজাত্যের প্রতি এটা কুঠারাঘাত করেছে। এক জোড়া পুরুষ-মহিলা থেকে সৃষ্ট মানবমন্ডলীর সদস্য হিসাবে সকলেই আল্লাহ তাআলার সমক্ষে সম-মর্যাদার অধিকারী। চামড়ার রং, ধন-সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক পদ, বংশ ইত্যাদির দ্বারা মুনযের মর্যাদার মূল্যায়ন হতে পারে না। মর্যাদা ও সম্মানের সঠিক মাপ-কাঠি হলো ব্যক্তির উচ্চমানের নৈতিক গুণবালী এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতা। বিশ্ব-মানব একটি পরিবার মাত্র। জাতি, উপজাতি, বর্ণ, বংশ ইত্যাদির বিভক্তি কেবল পরস্পরকে জানার জন্য, যাতে পরস্পরের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলী দ্বারা একে অপরের উপকার সাধিত হতে পারে। বিদায়-হজ্জের সময় মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যুর অল্প দিন আগে বিরাট ইসলামী সমাগমকে সম্বোধন করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘হে মানব মন্ডলী, তোমাদের আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তোমাদের আদি পিতাও এক। একজন আরব একজন অনারব থেকে কোন মতেই শ্রেষ্ঠ নয়। তেমনি একজন আরবের উপরে একজন অনারবেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একজন সাদা-চামড়ার মানুষ একজন কাল-চামড়ার মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়, কালো ও সাদার চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে বিচার্য বিষয় হবে, কে আল্লাহ ও বান্দার হক কতদূর আদায় করলো। এর দ্বারা আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী ধর্মপরায়ণ’ (বায়হাকী)। এই মহান শব্দগুলো ইসলামের উচ্চতম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম নীতি-মালার একটি দিক উজ্জ্বলভাবে চিত্রায়িত করেছে। শতধা-বিভক্ত একটি সমাজকে অত্যাধুনিক গণতন্ত্রের সমতা-ভিত্তিক সমাজে ঐক্যবদ্ধ করার কী উদাত্ত আহ্বান!

২৭৯৮। ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে সকল মুসলমানই সমান অংশীদার, সকলেই এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিরক্ষর ও সংস্কৃতিবর্জিত মরু-আরবকে ইসলাম সেই সকল অধিকারই দান করেছে, যা সভ্য ও সংস্কৃতিমণ্ডিত শহরবাসীকে দেয়া হয়েছে। নিরক্ষরদেরকে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে ইসলামের নীতি-মালা জ্ঞাত হয় এবং জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখায়।

★[এ আয়াতে ঈমান ও ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। মুখে তো যে কোন লোকই বলতে পারে, আমাদের হৃদয়ে ঈমান আছে। কিন্তু এদের বলা হয়েছে, খুব বেশি হলে তোমরা একথা বলতে পার, ‘আমরা মুসলমান হয়েছি’। অর্থাৎ যাদের হৃদয়ে ঈমান নেই তাদেরও নিজেদের মুসলমান বলার অধিকার রয়েছে। এদের অনেকেই কুফরীর অবস্থায়ই মারা যাবে এবং অনেকের হৃদয়ে ঈমান তখনো পুরোপুরি প্রবেশ করেনি (এ অবস্থায় মারা যাবে)। কিন্তু তারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করার পর অবশেষে খাঁটি অন্তরে মু‘মিন হয়েও যেতে পারে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের রাহে:) কর্তৃক উদ্বৃত্ত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬। \*মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে, এরপর তারা কখনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই সত্যবাদী।

১৭। তুমি জিজ্ঞেস কর, 'তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম শেখাচ্ছ? অথচ আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (এর) সব কিছুই \*আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।'।

★ ১৮। তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে মনে করে। তুমি বল, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে জাহির করো না। পক্ষান্তরে (তোমাদের মু'মিন হওয়ার দাবীতে) তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (একথা স্বীকার কর) \*আল্লাহই প্রকৃত ঈমানের দিকে তোমাদের পরিচালিত করে তোমাদের ওপরই অনুগ্রহ করেছেন।'

২ ১৯। নিশ্চয় আল্লাহ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াদি  
[৮] জানেন। আর তোমরা যা-ই কর আল্লাহ তা পুরোপুরি দেখে  
১৪ থাকেন।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ  
لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٦﴾

قُلْ أَعْلِمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي  
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَتَّبِعُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ  
بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ  
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨﴾

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾